# অনন্যা

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
Vol. 1st Issue 1st, Sept., 2022

# রাজনৈতিক চেতনা বাঙালি সমাজ সাহিত্য ও মননে

# অনন্যা

*A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal*

*Vol. 1st Issue 1st, Sept., 2022*

সম্পাদক

**দীপঙ্কর সরদার**

অনন্যা প্রকাশনী

বুড়োবটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০

Ananya
*A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal*
*Edited by Dipankar Sardar*
*Published by Srikanta Nath, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 700 150 and*
*Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,*
*Vol. 1st Issue 1st, 26th Sept., 2022, Rs. 200/-*
E-mail : ananya.artpress@gmail.com

ISBN : 978-93-94385-07-8

**প্রকাশ**
১ম বর্ষ ও ১ম সংখ্যা
২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২

**কপিরাইট**
শ্রীকান্ত নাথ

প্রকাশক
অনন্যা প্রকাশনী
শ্রীকান্ত নাথ
বুড়োবটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৬২৮৯৫০২৮৯৮
সার্বিক সহায়তা
অরূপ নস্কর
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

**মুদ্রণ**
অনন্যা প্রিন্টিং ওয়ার্কার্স
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৬২৮৯৫০২৮৯৮

মূল্য : ২০০ টাকা

# সূচিপত্র


'এটা কোন নাটক নয়' : বিশ্বাস করুণ রাজনীতি
*আশিস রায়* ৯

সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে ছাত্র আন্দোলনের নতুন অভিমুখ :
স্বাধীনতা থেকে সাধারণতন্ত্র (১৯৪৭-৫০)
*বিদ্যুৎ সরকার* ১৭

ধর্ম এবং ভারতীয় রাজনীতির ভবিষ্যৎ
*স্বপনকুমার মণ্ডল* ২৮

বাণী বসুর সাহিত্যে ও মননে রাজনৈতিক চেতনা
*শ্রীতা মুখার্জী* ৩৫

উপনিষদের আলোকে রবীন্দ্র কাব্য ভাবনা
*চৈতালী ঘটক (রায়)* ৪৪

কৃষক-চাষী আন্দোলনে শিবদাস ঘোষের অভিমত
*সমীর মণ্ডল* ৫০

পঞ্চায়েতি রাজ-ব্যবস্থা ও তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প
*সান্ত্বনা ঘরামী* ৫৭

পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজ জীবন এবং
তার রাজনৈতিক চিন্তা চেতনার বিবর্তন
*সঙ্ঘমিত্রা দাস* ৭০

সতীনাথ ভাদুড়ী'র 'চরণদাস এম,এল,এ' : রাজনীতির কারণে জনসেবা
*অলোক নস্কর* ৭৭

উদ্বাস্তু সমস্যার ইতিকথা (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ)
*তন্ময় জোদ্দার* ৮৭

চেতনায় রাজনীতি : পরিবর্তনের ভিত্তিভূমি
মিহির বায়েন ৯৬

'বাস্তুভিটা' : রাজনীতি আর সম্প্রীতি
*টুম্পা রায় ব্যাপারী* ১০১

'নরক গুলজার' নাটকে সমাজচেতনা
*সমৃদ্ধিশেখর মণ্ডল* ১০৬

# ‘এটা কোন নাটক নয়’ : বিশ্বাস করুণ রাজনীতি

আশিস রায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

**সারসংক্ষেপ** : রাষ্ট্র আর সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে যারা কথা বলেন তাদেরকে মূলত দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়। সমাজ যতটাই ভুল পথে চালিত হোক না কেনো আপনি কোন কথা বলতে পারবেন না। কিন্তু বহু মানুষের চুপ থাকার মধ্যেও কেউ কেউ কথা বলেন । যারা বলেন তারাই হাজারো সমস্যার সম্মুখীন হন। ‘এটা কোন নাটক নয়’-এর নায়ক সুবিনয় অন্যদের মত চুপ থাকতে পারেনি। সে কথা বলেছে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। সুবিনয়ের মুখ বন্ধ করার জন্য তাকে হত্যা করা হয়েছে। রাজনীতি এখন আর রাজার নীতি হিসাবে নেই। রাজনীতি এখন শুধুমাত্র নিজের ফায়দা তোলার জন্য। নাটককার এই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন।

**সূচকশব্দ** : রাষ্ট্রনীতি, সমাজব্যবস্থা, হত্যা, ষড়যন্ত্র, বিচার ব্যবস্থা, প্রহসন ।

বদলে আপনাকে দেবেই। সহজ পথে। অথবা বলপূর্বক। ‘আমাকে আমার মতো থাকতে দাও’ আকুতি থাকে। কিন্তু এর নিষ্পত্তি হয় না। আমি ‘কোন রাজনীতি করিনা’ বলা মানুষটিও তো গা বাঁচানোর রাজনীতি করেন। রাজনীতি সর্বস্ব দেশে আপনাকে জড়িয়ে দেওয়া হবে কোন না কোন ‘কালার’ এর সঙ্গে। সংবিধান মেনে নিজের অধিকারটুকু বুঝে নিতে চাইলে বাঁধে বিপত্তি। ‘আমার মতো’ থাকাতে লোকের চোখ টাটায়। এই হতভাগা দেশে নিজের মতো করে কেউ থাকতে দেয় না। আপনার প্রতিটি পদক্ষেপে নজরদারি চলে। অত্যন্ত সঙ্গোপনে। সবার মাঝে থেকে আপনি বড় একলা। হতাশাগ্রস্ত। অথবা দেশদ্রোহী। বিচারের আগেই ফলাফল। অথবা বিচারের নামে প্রহসন। দেবরাজ ভট্টাচার্য রচিত ‘এটা কোন নাটক নয়’ নাটকটি আপনাকে ভাবাবেই ভাবাবে।

ভাবতে আপনাকে হবেই। পরিস্থিতি আপনাকে ভাবিয়ে দেবে। ট্রামটা কিছু দূর আসার পরেই কন্ডাক্টর জানিয়ে দিলেন ট্রাম আর যাবে না। সামনে একটি বডি পড়ে আছে। সুবিনয় নামে এক ব্যক্তির দেহ। হয় তাকে খুন করে এখানে ফেলা দেওয়া হয়েছে নতুবা ট্রামের ধাক্কায় মারা গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে এস্প্যানেডের মোড়ে। পরনে সবুজ, লাল কিংবা গেরুয়া ফতুয়া যেটা আপনি চান সেটা ভেবে নিতে পারেন।

এবং এটি একটি রাজনৈতিক হত্যা। সাধারণ মানুষ চিরজীবন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে এসেছেন। আবহমানকাল। সেই 'ট্র্যাডিশন' সমানে চলছে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ হওয়া উচিত। কাম্যতো সকলের। সম্ভব কি !

সুবিনয়কে বন্দী করা হয়েছে। নজরবন্দি। বাইরে যাওয়া বারণ। এমনকি প্রকাশ্যে মতামত রাখা। সরকারের ধারণা সে অনেক মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। তারা মনে করে সুবিনয় বাইরে থাকলে সাধারণ মানুষ সরকারের দিকে আঙুল তুলবে। তারা যে জিনিসগুলি লুকিয়ে রাখতে চায় তার অনেক কিছুই সুবিনয়ের চোখে পড়ে যায়। তারা মনে করে সেই সমস্ত কথা সে সবাইকে বলে দিতে পারে। প্রতিদিনের মতো রাত নামে। পৃথিবী গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়। সঙ্গে অসুখও। আদতে এখানে কোন মানুষ নেই। দেওয়ালের কোনা থেকে, অন্ধকারের মুখ থেকে একটা করে চোখ তাকিয়ে আছে। বুঝে নিতে চায় এই বেঁচে থাকার মানে। নিঃশ্বাস ক্রমাগত বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। সত্যিকারের মানুষের বদলে এখানে আছে কথা আর কথার প্রতিধ্বনি। তুমি কোন কথা বলতে পারবে না, তোমার বলা কথা ওদের পচ্ছন্দ না হলে, তোমার কথাকে ওরা মিলিয়ে দেবে। কেউ শুনতে পাবে না। তোমার প্রতিবাদ, ব্যক্তিগত যন্ত্রণা সবটাই তারা চুপি চুপি অনুধাবন করবে। তারপর তারা এমন কিছু বলবে যা শুনে আপনার শরীর তেড়ে যাবে। গলা টিপে ধরবে। অথচ আপনি চুপি চুপি বসে থাকবেন সময়ের অপেক্ষায়। তারমধ্যেই আপনি মৃত। 'আমরা প্রতিমুহূর্তে মৃত না হওয়ার লড়াই করছি।'[১] এভাবে আর কতদিন চলতে পারে। ভাবুন একবার।

এক লহমায় সুবিনয়কে যেনো প্রবল এক নিরাশা ঘিরে ধরে। ফিরে তাকায় নিজের ঘরের দিকে। পুরো শরীর জুড়ে তীব্র যন্ত্রণা ফুটে ওঠে। শোনাতে চায় মুক্তির কথা। আমরা শুনি, কতটা উপলব্ধি করতে পারি সেটাতে প্রশ্ন চিহ্ন থেকে যায়।

সুবিনয় ।। আমি দেখাবো। সবটা। এই দেওয়াল, আমাকে আটকাতে পারবেনা। ঐ চেয়ার। দেখুন। দেখুন বসে আছে মহামান্য আদালত। হুজুর, আমি নির্দোষ। আমি বলেছিলাম কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম দিতে হবে। কালা কানুন আমি মানিনা। আমি বলেছিলাম আমি কাগজ দেখাবো না। আমি বলেছিলাম আমাকে চাকরি দাও। আমি বলেছিলাম নর্দমায় নেমে যারা প্রতিদিন নোংরা ঘাটে তাদেরও একটা ইতিহাস আছে। আমি বলেছিলাম গান্ধী হত্যা পাপ কিন্তু তার থেকেও বড় পাপ মানুষকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা। আমি বলেছিলাম এই সব হিসেব চাই। প্রতিটা মৃত্যু আর প্রত্যেকটি না খেতে পাওয়া মানুষের হিসেব। এই আমার দেশ? এই আমার উন্নয়ন?[২]

এই চাওয়াতো শুধুমাত্র সুবিনয়ের নয় আমাদের প্রত্যেকের। কেউ জোর গলায় বলতে পেরেছে। আর কেউ চুপি চুপি ঘরের কোনে। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই চেয়েছি নিজের মতো করে থাকতে। কিন্তু পারিনি। আমাদেরকে থাকতে দেওয়া হয়নি। ব্রাত্যজন নাট্যপত্রের ত্রয়োদশ সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০১৯ এ সুদীপ্ত ভৌমিকের 'নাগরিক?'

নাটকের মুকুলও চেয়েছিল স্বাধীন দেশ নয়, রাষ্ট্র নয়, পৃথিবীর। মুকুল সাধারণ একজন ছেলে। আত্মবিশ্বাসী। সঞ্চিতাদের বাড়িতে এসেছে সে। মূল্যবান লাগেজসহ। প্রাণ। প্রত্যেকের কাছে নিজের প্রাণ ছাড়া আর কিছু বড় হতে পারেনা। মুকুল জানে আমাদের মুক্তির পথ অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কার। যারা এইসব থেকে বেরিয়ে নিজেদেরকে বিজ্ঞান, যুক্তি, মুক্তির চিন্তা মানুষকে দিয়েছে তারাই বিপদের মুখে পড়েছে। প্রত্যেকের স্মরণে থাকবে জিওরদানো ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, গ্যালিলিওকে চুপ করিয়ে রাখা হয়েছিল। ধর্মের প্রতি আঘাত অনেক রাষ্ট্রই সহ্য করতে পারে না। রাষ্ট্র চায় মানুষকে ধর্মের অনুভূতিকে যেকোন উপায়ে রক্ষা করা। সেটা ভুল হলে চলে না। অথচ একটু দেখলেই বোঝা যাবে আধুনিক মিডিয়ায় আমাদের শিল্পের প্রতি অনুরাগ কিম্বা সৌন্দর্যানুভূতি বা কাব্যানুভূতির উপর যে নিরন্তর আঘাত চলছে এসব নিয়ে রাষ্ট্র চুপ থাকে। ঘুম ঘুম চোখে। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন আজাদ নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য পালিয়ে জান জার্মানি। সেখানে এসে তিনি রেহাই পেয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু পরবর্তীকালে ফ্লাটে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। পালিয়ে এসেও নিজেকে দীর্ঘ দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি। ব্লগার মুকুল যে নিজেকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। মুকুল স্বপ্ন দেখে। শুধু একজন মুকুল নয়, হাজার হাজার মুক্তমনা মুকুল। এই পৃথিবীতে মানুষে মানুষে কোন বিভেদ থাকবে না। থাকবে না কোন ধর্মের বেড়াজাল। মানুষ যে দেশে খুশি যেতে পারবে অনায়াসে। স্বপ্নের এই পৃথিবীতে বর্ডার বলে কিছু থাকবে না। রিফিউজি শব্দটি মুছে যাবে ডিকশনারি থেকে। নিজের জায়গা থেকে কাউকে পালিয়ে গিয়ে অন্যত্র ঠাঁই নিতে হবে না। নাগরিকত্বর ভিক্ষা করার দিন শেষ হোক। আমারা প্রত্যেকেই এই পৃথিবীর নাগরিক। কয়েকটি কাগজই আপনার জীবনের সব কিছু প্রমাণ করে দেবে? গোটা মানুষটার কোন দাম নেই। হায় রে দেশ !

সঞ্চিতা ।। আমি সেইদিনই ফিরব রজতদা, যেদিন আমাকে আর প্রমাণ করতে হবে না আমি কোন দেশের নাগরিক। আমাকে ভিক্ষা করতে হবে না কোন দেশের নাগরিকত্ব। সব মানুষের কাছে থাকবে একটাই পার্সপোর্ট – বিশ্ব নাগরিকের। মুকুল আর কিছু করুক না করুক, আমাকে একটা স্বপ্ন দেখিয়ে গেছে। সেই স্বপ্নকে বাস্তব করার লক্ষে এগিয়ে যাওয়াটাই হবে আমার জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য। হয়ত এক জীবনে তা সফল হবে না, কিন্তু প্রার্থনা করুন, সেই লক্ষে এগিয়ে যাবার জন্য কিছুটা কাজ যেন করে যেতে পারি। আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে হবে না পার্থ। উবার বোধহয় এসে গেছে। চলি। সবাই ভালো থাকবেন। [৩]

সুবিনয় চেষ্টা করে মানুষের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বুঝতে। সে মনে করে আমাদের প্রতিটি ব্যক্তিগত সম্পর্কের একটি ভিন্ন রাজনৈতিক দিক আছে। এমনকি সব প্রেমই রাজনৈতিক। দুজনে প্রেম করলে তাদের অনুভূতি এমন একটি জায়গায় দাঁড় করায় যেখানে তারা নিজেদের আলাদা করতে ভুলে যায়। এটাও তো একটা গ্রেট

কমিউন। এই সহাবস্থান, যেখানে দুজন ব্যক্তিস্বার্থের পাশাপাশি স্বপ্ন দেখে সাম্যবাদের। সুবিনয় বোঝে কৃষকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া আইন তাদের ক্ষতি করবে। দেশের কৃষি বুনিয়াদকে নষ্ট করে দেবে। কাগজের সই যেমন দুটো মানুষকে মিলিয়ে দিতে পারে তেমনই একটা দেশকে দুটো টুকরো করে দিতে পারে। একজন অসহায় নাগরিককে তাঁর সামান্য জীবন থেকে উৎখাত করে ফেলে আসতে পারে ডিটেনশন ক্যাম্পে। অভুক্ত মানুষের হাহাকার একটি দেশকে কখনই এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। সুবিনয় মনে করে সংসদ ভবনের থেকেও জরুরি মানুষের পাশে দাঁড়ানো। আমাদের করের টাকার প্রতিটা হিসাব দেওয়া উচিত সরকারের। আর সরকারের প্রত্যেকটা মিথ্যা প্রতিশ্রুতির জন্য এক একটি ৪৯৮এ ধারায় মামলা হওয়া উচিত।

আপনারা তীর্থঙ্কর চন্দ রচিত 'পরদেশী' নাটকেও অসহায় মানুষদের কথা পাবেন। সরকারের অন্যায় আবদারের কথা পাবেন। পাবেন ডিটেনশন ক্যাম্পের কথা। আসামের এন আর সি নিয়ে একটা সরকার দীর্ঘদিন টাল বাহানা করেছে। করেছে নিয়ম। অন্য আর একটি দল এন আর সি তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসে প্রথমেই সেটা কার্যকর করে দিল। হাজার নয়, তিরিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ মানুষের নাম বাদ গেল চূড়ান্ত তালিকা থেকে। নিমেষেই প্রত্যেকে 'পরদেশী'! কোন কিছুর গুরুত্ব বাড়ে না, বাড়িয়ে দেওয়া হয়। নিজেদের স্বার্থে, নিজের স্বার্থে। প্রতিবেশী কে বিপদে ফেললে সে পরদেশী। সম্পত্তি আমার এবং আপনার। এত কম পরিশ্রমে অর্থ উপার্জন কোনদিন ভেবে দেখেছেন। কোন টাকা ইনভেস্ট নয়। শুধু বুদ্ধির খরচ। সমাজের যারা উচ্চবিত্ত মানুষ তারা অর্থের বিনিময়ে, প্রভাব খাটিয়ে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। কিন্তু যাঁরা সমাজের একেবারে প্রান্তিক মানুষ, দিন আনে দিন খায়, শ্রমিক-কৃষক-মজুর, তাঁরা প্রত্যেকেই অসহায় বোধ করছে। তাদের সামনে আর কোন খোলা পথ নেই। অথচ একটি সরকার গড়ে ওঠে সমাজের এই নিম্নশ্রেণির মানুষের ভোটের উপরে। যাদের স্বার্থ দেখা ছিল সরকারের প্রধান কাজ, সেই সরকার সবার আগে নিজেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। যে খসড়া প্রস্তুত করা হচ্ছে, সেই খসড়ার দিকে এখন সকলের পাখির চোখ। কে বাদ পড়লো, আর কে রইল। তরজা হচ্ছে বিভিন্ন রকমে। আসলে তরজা নয়, হচ্ছে রাজনীতি। আপনারা ভাবতেই পারেন, কি ধরণের সাবধনতা অবলম্বন করা উচিত ! দেশে অথবা কোন রাজ্যে থাকার জন্য যতগুলো বৈধ কাগজ থাকা দরকার তা যদি না থাকে তাহলে তিনি পরদেশী। আচ্ছা যদি কারো মায়ের অথবা বাবার নাম এন আর সি এর লিস্টে ওঠে তাহলে তাঁর সন্তানদের নাম স্বাভাবিক ভাবেই উঠে যাবে। তা কিন্তু হয়নি। মা অথবা বাবার নাম আছে তবে সন্তানের নাম নেই। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আপনার কিন্তু একাধিক তথ্য বলছে এটাই সত্যি। মালতী বার বার অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে কারণ একটাই, তার মেয়ের নাম ওঠেনি।

লীলা ।। ওউ, কালকে রাত্রে বাসাত একটু চিৎকার-চেঁচামেচি – এন আর সি-র ফাস্ট লিস্টো আমরার নাম উঠছে না – এর লাগি বাড়িত সবার মাথা গরম।[৪]

আর একটি পরিবারের কথা বলি যেখানে মূল গাছটার নাম নেই। লতা-পাতা-শাখা-প্রশাখার সবার নাম আছে লিস্টে। ভাবতেই ভালো লাগে !

ডাক্তার ।। তুমহার বাসার সবের নাম উঠেছে তো !

সুলতান ।। বাবা বাদে সবর !

ডাক্তার ।। এয়্যা ! বাবার নাম নেই !

সুলতান ।। না, আমরা তিনভাই, এক বইন, বউয়াইন, পুয়া পুরিন নাতি নাতনি লইয়া সতেরো জন। সব আছি। বাদে বাবা

ডাক্তার ।। তাইলে অখন !

সুলতান ।। অউ আঠারোজন ডিটেনশ্যন ক্যাম্পো ! – অয়, একজন বিদেশী অইলে, নাম থাকুক না থাকুক, বাকি সব বিদেশী। তখন হয় মরতায়, না অইলে ভাগতায় আর ক্যাম্প তো আছেউ। [৫]

সন্তানদের নাম আছে অথবা বাবার নাম নেই অথবা মায়ের নাম আছে সন্তানদের নাম নেই। বিদেশীদের চিহ্নিত করার জন্য কোর্ট অর্ডার দিয়েছে। তবে সেটা একটি পদ্ধতি মেনে করার জন্য। রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থের জন্য নয়। নিজেদের সুবিধার জন্য কাউকে বাদ দেওয়া আবার কাউকে নেওয়া এটা তো সম্ভব নয়। কিন্তু সেটাই হয় এবং হয়েছে। কুড়ি লাখ চাকরি দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট নেয় কিন্তু চাকরি হয়না। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের মতো। যে কোন জায়গা থেকে সোনা পাওয়া যায় বলছে যারা তারা কেউ উন্মাদ নয় অথচ সুবিনয়ের মতো লোকদের পাগল বলা হয়। সে চায় তার প্রতিবাদের উত্তরে কেউ যেনো তাকে ছেড়ে চলে যেতে না বলে। সে চায় তার ফ্রিজে রাখা খাবার, লেখার শব্দ আর বলার অধিকার কেউ যেনো কেড়ে নিতে না পারে। তার ইতিহাস অন্য কেউ মুছে দেবে, লিখে দেবে, এসে বলে যাবে আমার ধর্ম কি, এটা যেনো না হয়। সবশুনে নেপথ্যে থাকা বিচারকের মনে হচ্ছে স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে সে বিপজ্জনক। সেজন্য তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। নজরবন্দী। প্রত্যেকটা বলা এবং লেখা শব্দ রেকর্ড করা হবে এবং আদালত তার বিচার করবে।

আইনের নামে কি চলে সেটা আমাদের বুঝতে খুব অসুবিধা হয়না। কাফ্কার 'দ্য ট্রায়াল' অবলম্বনে তীর্থঙ্কর চন্দ 'আইনসিদ্ধ' নাটকে বাস্তবের অসহায়তার দিকটিকে তুলে ধরেছেন। প্রতিদিন কোর্টে যে ঘটনা ঘটে আপনার সঙ্গে অথবা নিজের সঙ্গে। সেই একই চিত্রের দেখা মেলে নাটকের চরিত্র জীবনকৃষ্ণের সাথে। অনেকটা নিরাসক্তিতে জীবন কাটায় সে। বিছানা আছে, আছে রান্নার সরঞ্জাম। ছোট আলনায় আছে কিছু জামাকাপড়। ঘরের ছোটো ওভেনের উপরে একটি পাত্রে জল ফুটতে দেখা যায়। জল নয় মনে হয় নিজেকে ফোটাচ্ছে সে। পাশের বড়ো দরজায় আলো আসে। সামনেই দীর্ঘদেহি একজন রক্ষী আছে। কিছুক্ষণ পরে একজন পৌঢ় আসে। দরজার

সামনে দাঁড়ান। আইনের এই দরজা সহজে খোলে না। অথচ আইনের বিচার হওয়ার আগেই সমাজে আপনি দোষি। সকলের মুখেই ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্যাঙ্কের টাকা পয়সা নিয়েই হয়তো সমস্যা করেছে বলেই ক্রিমিন্যাল কেস দিয়েছে। সেজো কাকা একজন বিখ্যাত উকিল হিরণ্ময়ের কাছে নিয়ে যায় জীবনকে, সেখানে গিয়েও জীবন অবাক। উকিল হিরণ্ময়ের পি.এ লিলি জীবনকে অদ্ভুত উপদেশ দেয়।

লিলি।। কারণ জানতে চাইবে কেন ! একেবারে শুরুতেই নিজেকে বিনীতভাবে দাঁড় করিয়ে দাও। কিছু না জেনেও মার্জনা ভিক্ষা করো, আইন-আদালত তোমার প্রতি সহানুভূতি দেখাবে। আর একাজে সময়ে সময়ে আমিই তোমাকে সাহায্য করবো।[৬]

জীবন ভাবছে কি দোষ করেছে সে নিজেই জানে না অথচ তাকে বিনীতভাবে ক্ষমা চাইতে হবে। আবার লিলি নিজের থেকেই তাকে সাহায্য করবে, এও তো একপ্রকার অপ্রত্যাশিত ঘটনা। গোলকধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে জীবন অনেকটাই অসহায়, তবু সে আর দশজনের মতো হাল ছেড়ে দিতে রাজি নয়। একজন দালালের খবর পেয়েছে, যে বিচারকদের ছবি আঁকে। সে যদি জীবনকে কোনভাবে সাহায্য করতে পারে। সেখানেও গিয়ে পোর্ট্রেট আর্টিস্টের কথা ভালো লাগে না জীবনের। তবে এতক্ষণ কথা বলার জন্য তাকে একটা ছবি কিনতে হয়। সেটাও একটি ইঙ্গিতবাহী পোর্ট্রেট সমাধিক্ষেত্রের ল্যান্ডস্কেপ। দূরে দুটো গাছ – অনেক দূরে – ডালপালা নেই – তার পেছনে একটা লাল আভা – মানে সূর্য অস্ত গিয়েছে। জীবনের জীবনেও এই অবস্থা ঘটবে না তো।

উকিল, দালাল, আত্মীয়দের পরামর্শ সবটা শুনে কেস নিয়ে তার এগিয়ে যাওয়ার আর কোন মানসিকতা নেই। এইসব চক্র থেকে নিজেকে সে মুক্ত করে দিয়ে নিজে মুক্ত হতে চায়। তবে নিশ্চুপভাবে নয়, প্রতিবাদ করে।

জীবন ।। না, না, আর বলাবলির কিছু নেই। এই আইনের ঘরে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এই ঘোর প্যাঁচ, এত যোগাযোগ, এত সংস্কার, এত অসংখ্য অসৎ, ঘাগু আইন ব্যবসায়ীদের এত বন্দোবস্ত – তাতে আপনার হাতেও যা ঘটবে, আমার একার চেষ্টাতেও সেটা কমবেশি কিছু হবে না। মানুষ চূড়ান্ত সব অসামাজিক কাজ করেও শুধু অর্থ আর ক্ষমতার যোগাযোগ কেমন নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াতে পারে। আর সেইটা পারে না বলেই হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন আইনের দরজায় অপেক্ষা করতে করতে আর মাথা ঠুকতে ঠুকতে মরে যায়। এইটা আইনের সত্য প্রতিষ্ঠা ?[৭]

প্রথাগত সিস্টেম এর বিরুদ্ধে গেলেই রাষ্ট্রের জন্য সে বিপজ্জনক। সবটা ওরা ভুলিয়ে দিতে চায়। এমনকি নিজের মুখটাও। সুবিনয়ের স্ত্রী প্রতিমা ও ছোট্ট কন্যা সন্তানকে দেখা করতে দেয় না। তিন জনের ছোট সংসারে নিজেদের মতো করে তারা বাঁচতে চেয়েছিল। না, সে সুযোগ তাদের দেওয়া হয়নি। দেওয়া হয়না আমাদের মতো সাধারণ মানুষদেরকে। আমাদের দেশ, আমার মাটি, ফসল, জমি আমার খিদে অথচ

ওরা বলে দেবে আপনি কি খাবেন। সুবিনয়ের সোজা প্রশ্ন আপনাদের রাগ হয়না আমাদের ভাষা কেড়ে নিচ্ছে, ভিটে মাটি জমি ছেড়ে লাইন দিচ্ছে শরণার্থীর মতো, আপনাদের ঘৃণা হয়না ? ওরা কেউ তার শব্দ শুনতে পায় তাহলে সারা রাত তাকে বেঁধে রেখে একটাই প্রশ্ন করতে থাকে তার সাথে আর কে কে আছে? মাঝে মাঝে তার মনে হয় সে পাগল হয়ে গিয়েছে। তার মনে হয় এক ঝাঁক হিংস্র শকুনের দল এই দেশটার মানচিত্র বরাবর উড়ছে। আপনি দেখতে পাবেন দেশটাকে খুবলে খুবলে কেউ খেয়ে নিচ্ছে অথচ আপনি কারোর বিরুদ্ধে যেতে পারবেন না। আপনি কাউকে ভুল বললে। শাস্তি আপনাকেই পেতে হবে। তারপর আপনার গলায় দেশদ্রোহীর সার্টিফিকেট দিয়ে দেবে। এটাই আমাদের দেশ। যে দেশে অন্যায় ভাবে কাউকে অভিযুক্ত করার পর তার পরিবারের লোকদেরকেও দেশদ্রোহীর তকমা নিয়ে বাঁচতে হয়। প্রতিমাকেও কেউ সুস্থভাবে বাঁচতে দিতে চায় না। শুধু পরামর্শ দেয়। তারা বাঁচবে কেমন ভাবে, নিজের কথা বলার জন্য তার স্বামীকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়, পেটের খিদের কথা বলতে গেলে রাষ্ট্রের জননেতা শরীরের অধিকার চায়।

প্রতিমা জানতে পারে, তার স্বামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে বন্দী। তার লেখা কাগজ এবং বলা বক্তব্য সবটাই তারা জেনেছে। আজ সকাল এগারোটায় তার স্বামী পুলিশের ফেসিলিটি ছেড়ে পালিয়ে যায়। এবং আধঘন্টা পরে একটি ট্রামের ধাক্কায় আহত হন। এরপর হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকায় সুবিনয়ের পরিচয় জনসমক্ষে আনা হয়নি। আদালত সবদিক বিচার করে সুবিনয়কে দেশদ্রোহী হিসাবে বিবেচিত করেছে এবং তার স্ত্রী প্রতিমাও একইভাবে রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রে তাকে মদত দিত। যদিও তার স্ত্রীর মানসিক অবস্থার কথা ভেবে মানসিক হাসপাতালে আন্ডার ট্রিটমেন্ট এ রাখা হবে। খুকিকে সরকারী চাইল্ড ফেসিলিটিতে রাখা হবে। খুকির সামনে ভবিষ্যৎ রয়েছে। কোর্ট চায় সে একজন দেশের সচেতন নাগরিক হয়ে উঠুক। আসলে নাটককার দেবরাজ ভট্টাচার্য দেখাতে চাইলেন সুবিনয় এখানে কোন চরিত্র নয়। সুবিনয় হল সুবিনীতভাবে আমাদের মনের লুকিয়ে থাকা সচেতন একটা ঘুমিয়ে থাকা মন। শত অন্যায় দেখেও যাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। শুধু মেনে নিতে এবং মানিয়ে নিতে শেখানো হয়। প্রতিবাদী করানো হয় না। ঘুমন্ত মনটাকে নাটককার দেবরাজ জাগিয়ে দিতে চাইছেন।

সুবিনয় ।। আমার দেশ নেই। মানচিত্র নেই। আমার মুখ নেই। আমি কেউ না। আমি আসলে একটা আইডিয়া মাত্র। যে আইডিয়া সরকার মানেনা। জুডিশিয়ারি যাকে ক্রাইম বলে ভাবে। আমি রাবণ। যতদিন রামের কর্তব্য পালনের অজুহাত দিয়ে সীতাকে আগুনে পুড়িয়ে মারবে, ততদিন আমি তাদের অপহরণ করবো। আমি একটা আদর্শ। আমার কিছু কথা আছে যা আমি বলতে চাই। তাতে কার কি এসে গেলো তাতে আমার কিসসু যায় আসে না। আমার খুকিকে এনে দাও। প্রতিমা। আমার দুবেলা একটু পান্তা ভাত হলেও চলে যাবে। আমি কাউকে কিছু শেখাবো না। আমার খুকিকে

এনে দাও। প্রতিমাকে বলো আমি এখনও বেঁচে আছি। শাঁখা সিঁদুর যেনো মুছে না ফেলে। আমাকে ওরা মুছে দিয়েছে। আমি এখনও বেঁচে আছি। আমি বেঁচে আছি। [৮]

আসলে আমাদের দেশটাই ট্রামলাইনে মৃত। আমাদের সচেতন চেতনা ট্রাম লাইনে প্রাণ দিয়েছে। আপনাদের বোঝা উচিত্ এটা একটি রাজনৈতিক হত্যা। আপনার চিন্তা ভাবনা লেখা তারা সব বদলে দিতে চাইছে। আসল ব্যাপারটা হলো আমাদের জিনিস আমাদেরকেই বুঝে নিতে হবে। আমরাই প্রতিবাদ করে সুগন্ধ ছড়িয়ে দিতে পারি সমাজে। এই দেশ কারোর বাবার নয়। আমাদের প্রত্যেকের এখানে সমান অধিকার আছে। প্রতিবাদ করলেই কেউ যেনো পাকিস্থান চলে যাওয়ার হুমকি দিতে না পারে। বলতে যেনো না পারে চিনের দালাল। আমাদেরকেই বেঁধে বেঁধে থাকতে হবে। নিজেদের চাওয়া, না পাওয়া নিজের মুখেই বলতে হবে।

**তথ্যসূত্র :**


১. দেবরাজ ভট্টাচার্য, এটা কোন নাটক নয়, থিয়েটার দুনিয়া (সম্পাদক দানী কর্মকার, বর্ষ ১০, সংখ্যা ৫, সেপ্টেম্বর ২০২২), রবীন্দ্রনগর নাট্যায়ুধ, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ১৯১

২. তদেব, পৃষ্ঠা – ১৯৩

৩. সুদীপ্ত ভৌমিক, নাগরিক?, ব্রাত্যজন নাট্যপত্র, ত্রয়োদশ সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০১৯, কালিন্দী ব্রাত্যজন কলকাতা, পৃষ্ঠা- ১০২

৪. তীর্থঙ্কর চন্দ, পরদেশী, ব্রাত্যজন নাট্যপত্র, চতুর্দশ সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০১৯, কালিন্দী ব্রাত্যজন কলকাতা, পৃষ্ঠা- ২৫২

৫. তদেব, পৃষ্ঠা – ২৫৩

৬. তীর্থঙ্কর চন্দ, আইনসিদ্ধ, ব্রাত্যজন নাট্যপত্র, একাদশ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৭, কলকাতা – ৮৯, পৃষ্ঠা – ৬১

৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৬

৮. প্রাগুক্ত, সূত্র – ১, পৃষ্ঠা- ১৯৭